এই সময়
শনিবার ৪ জুন ২০১৬

দুঃস্থ ছাত্রীর পাশে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা

এই সময়, ডায়মন্ড হারবার: সাহায্যের আর্তি ছিল। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে এগিয়ে এল সল্টলেকের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'লেট আস জয়েন'। শুক্রবার ডায়মন্ড হারবারের পারুলিয়ার বাসিন্দা উচ্চমাধ্যমিকের মেধাবী ছাত্রী পূজা মাঝির পাশে দাঁড়ালেন সংস্থার আধিকারীরেরা। এ দিন দুপুরে সংস্থার অফিসে পূজার বাবা উত্তম মাঝির হাতে কলেজে ভর্তি সহ সারা বছরের টিউশন ফি ও বইখাতা কেনার জন্য আর্থিক সাহায্য তুলে দেন সংস্থার সভাপতি দেবস্মিতা বিশ্বাস, সম্পাদক চৈতালি দে ও কোষাধ্যক্ষ তপতী সেনগুপ্ত।এমনকী ভবিষ্যতে পূজার পড়াশুনা চালানোর ক্ষেত্রেও সাহায্য করার আশ্বাস দেন সংস্থার আধিকারিকেরা।

বছর তিনেকের ছেলে আর দু'মাসের দুধের মেয়েকে ফেলে রেখেই বাড়ি ছেড়েছিলেন মা। ছেলে গোবিন্দ ও মেয়ে পূজাকে মায়ের অভাব বুঝতেই দেননি বাবা উত্তম মাঝি। ভ্যান চালিয়ে ছেলেমেয়েকে বড় করেছেন। মাধ্যমিক পাশ করে অভাবের সংসারের হাল ধরতে পূজার দাদা দিনমর্জুরের কাজ শুরু করেন। অর্ধাহারে-অনাহারে দিন কাটালেও পূজার পড়াশোনা বন্ধ করতে দেননি বাবা। ছোটবেলা থেকেই বাড়ির কাজকর্ম সামলে স্কুলে যেত পূজা। বাড়িতে বিদ্যুৎ নেই। হ্যারিকেনের আলোতেই পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়েছিল সে।

ডায়মন্ড হারবার

স্থানীয় পারুলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ হাইস্কুলের কলা বিভাগের ছাত্রী পূজা। মাধ্যমিকে ৫০৩ নম্বর পেয়েছিল। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার প্রস্তুতিতে স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা পূজার পাঠ্য বই কিনে দেওয়া থেকে শুরু করে সব রকম সাহায্য করেছেন। ফল প্রকাশের পর দেখা যায় ৪৫৪ নম্বর পেয়ে জেলার মেধা তালিকায় ঠাঁই পেয়েছে পূজা। সংস্কৃত অনার্স নিয়ে গ্র্যাজুয়েশন করতে চান সে। মাস্টার ডিগ্রি করার ইচ্ছাও রয়েছে তাঁর। তবে পরিবারের আর্থিক সঙ্কট বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। গত ১৮ মে 'এই সময়' সংবাদপত্রে 'একলা বাবার লড়াইয়ে সফল পূজা' শীর্ষক সংবাদটি প্রকাশ হওয়ার পর পূজা ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে সল্টলেকের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'লেট আস জয়েন'।

সংস্থার সভাপতি দেবস্মিতা বিশ্বাস জানান, 'চরম আর্থিক সঙ্কটের মধ্যে থাকলেও পূজার শিক্ষালাভের সদিচ্ছাকে সমর্থন দিয়েছেন বাবা। স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারাও ওর পাশে থেকে সহযোগিতা করেছেন। পূজাও এই আন্তরিক উদ্যোগকে যোগ্য মর্যাদা দিয়েছে। এই সময় সংবাদপত্রে সংবাদটি পড়ে অভিভূত হয়ে যাই আমরা। সংস্থার তরফে সিদ্ধান্ত হয়, পূজাকে সাহায্য করা হবে। পূজার পাশে দাঁড়াতে পেরে ভালো লাগছে।' ভবিষ্যতে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য আর্থিক সাহায্য মেলায় খুশি পূজা ও তাঁর পরিবার। পূজা জানান, 'এই সময় সংবাদপত্রকে ধন্যবাদ জানানোর ভাষা নেই। লেট আস জয়েন সংস্থার আধিকারিকদের সহযোগিতায় এ বার হয়তো আমার স্বপ্ন পুরণ হবে।' অভিভূত উত্তমবাবুও বলেন, 'অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই এই সময় সংবাদপত্রকে। একই সঙ্গে লেট আস জয়েন সংস্থার কাছেও কৃতজ্ঞ থাকব।'